গণশুনানির চাপান উতোর

Ekdin 12/1/10

কেন্দ্র আয়োজিত বিটি বেগুনের গণশুনানিতে আদৌ জনগণের মতামত কতটা গুরুত্ব পাবে, তা নিয়ে বিতর্ক উঠেছে গোটা রাজ্যে। সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট এডুকেশন সংস্থার মাধ্যমেই এই গণশুনানির কথা প্রাথমিক ভাবে পৌঁছেছে বিভিন্ন সংগঠনের কাছে। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে তার অনেক পরে, গণশুনানির ঠিক দু'দিন আগে। সেই কারণ ব্যাখ্যা করে সিইই-র পক্ষ থেকে কলকাতা কো-অর্ডিনেটর রিমা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'খুব অল্প দিনের নোটিশে আমাদের পুরো ব্যাপারটা অরগ্যানাইজ করতে বলা হয়। আমাদের সংস্থাটা আমদাবাদ কেন্দ্রিক। ফলে অন্যান্য শহরে পুরো ব্যাপারটা গুছিয়ে উঠতে আমাদেরও একটু সময় লেগেছে। তবে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য আমরা এই সময়টাকেই বেছেছিলাম। কারণ, বেশি আগে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলে মানুষ আবার ভুলেও যেতে পারেন।'

তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশের কাছে রাজ্যের সমস্ত পক্ষই তাদের মতামত তুলে ধরতে পারবেন, এমনটাই আশ্বাস মিলেছে সিইই-র পক্ষ থেকে। এই প্রসঙ্গে রিনাদেবী জানালেন, 'আমরা গোটা রাজ্য থেকেই প্রচুর পার্টিসিপেশন এক্সপেক্ট করছি। কৃষক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং বিজ্ঞানীরা সবাই আমাদের এই শুনানিতে আসুন। বিটি বেগুন সম্পর্কে সবার মতামত নিয়ে আমরা একটা প্রেসেন্টেশন তৈরি করতে চাই। আয়োজক সংস্থা হিসেবে আমরা কোনও মন্তব্য করতে পারি না। তবে বিটি বেগুনের ভালো মন্দ-দুই দিকই আমরা দেখাব।'

বিটি বেগুনের প্রজাতি মাত্র ৮ টি। অন্যদিকে দেশি বেগুনের প্রায় ৩৬৬৮ ধরনের প্রজাতি রয়েছে। এই তথ্যকেই হাতিয়ার করে গণশুনানিতে বিটি বেগুনের বিরোধিতা করবেন ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার। সংগঠনের সেক্রেটারি অংশুমান দাস জানালেন, 'আমাদের সংগঠনের অধীনে যে সমস্ত চাষিরা আছেন, তাঁদের সবার সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। সেই মতামতও জানাব মন্ত্রীকে, যদি সুযোগ পাওয়া যায়।' কৃষিবিজ্ঞানীদের বক্তব্য, ঠিক এইরকম হইহই করেই বাজারে আনা হয়েছিল হাইব্রিড বেগুন। তাঁদের বক্তব্য, সারা দেশের বেগুনের উৎপাদন এতটাও কমে যায়নি যে, এইরকম একটি অর্ধপরীক্ষিত প্রযুক্তিকে এখনই চালু করতে হবে। এই প্রসঙ্গে অংশুমানবাবু বললেন, 'আমাদের চাষিদের কাছে এমন অনেক প্রজাতির বেগুন আছে যেগুলো নিজেরাই পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। যেমন ছলিমাকড়া। যদি এখন বিটি বেগুন আসে, তাহলে সেই দেশি প্রজাতিগুলো কোথায় যাবে?'